দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

তারিখ 1[illegible] JAN 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

১৩১

003

কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডে দুর্নীতি ও খামখেয়ালি

বাংলাদেশে চারিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড রয়েছে, তারমধ্যে কুমিল্লা বোর্ড অন্যতম। আমি ১৯৮৪ সালে কুমিল্লা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত চট্টগ্রাম জেলার মহামুনি এংলো-পালি হাইস্কুল থেকে এস, এস-সি পাস করি। নিয়ম অনুযায়ী বোর্ড প্রদত্ত পাসের সনদপত্র স্কুলে এসে পৌছানোর কথা, কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষের অবহেলার দরুন সনদপত্রসমূহ স্কুলে এসে পৌছায়নি। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে উক্ত সনদপত্রসমূহ স্কুলে পাঠানোর জন্য তৈরী হয়েছে বিগত কয়েকমাস পূর্বে।

আমি প্রয়োজনের তাগিদে '৮৪ সনের এস, এস, সি সাময়িক সনদের জন্য গত ১৪ই ডিসেম্বর দরখাস্ত করি, কিন্তু দুঃখের বিষয় বোর্ড অফিসের একাউন্টস সেকশনের সামান্য ভুলের দরুন আমাকে দুই দিন বোর্ড অফিসে ঘুরানোর পর রেকর্ড সেকশন থেকে জানানো হয় যে, ১৯৮৪ সালের সনদপত্রসমূহ স্কুলে পাঠানো হয়েছে এবং স্কুলে যোগাযোগ করতে বলা হয়। এইদিকে স্কুলে গিয়ে যোগাযোগ করলে দেখা যায় ১৯৮৩ সালের পরে কোন সনদপত্র বোর্ড থেকে পাঠানো হয়নি। আমি পুনরায় ১৮-১২-৮৮ ইং তারিখে বোর্ড অফিসের রেকর্ডস সেকশনে এই ব্যাপারে অভিযোগ করলে দেখা যায় একাউন্টস সেকশনে আমার ব্যাংক ড্রাফট ও দরখাস্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে পরীক্ষার রোল নম্বরের জায়গায় ভুল করাতে আমাকে সাময়িক সনদ প্রদান করা হয়নি। ঐদিন অনেক চেষ্টা ও তদ্বির করার পর সাময়িক সনদটি পাই। সাময়িক সনদ পত্র প্রদানকালে নাম ও স্কুলের নামে ভুল থাকার অভিযোগ করাতে উক্ত সনদপত্রের লেখক অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেন এবং পরবর্তীতে রেকর্ডস সেকশনে অভিযোগ করা হলে জানানো হয়—স্কুল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে।

এই বারে কুমিল্লা বোর্ড প্রদত্ত এইচ, এস, সি, পরীক্ষার অনেক নম্বর ভুল রয়েছে যাতে বোর্ড কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলা পরিলক্ষিত হয়।

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডে এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী বখশিসের নামে উৎকোচ নিচ্ছে। গত মাসে (ডিসেম্বর) মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির নিমিত্তে এস, এস, সি সাময়িক সনদের জন্য দরখাস্ত করেছে অনেক ছাত্র-ছাত্রী, কিন্তু বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী বোর্ড কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে সাময়িক সনদ নিতে বাধ্য হয়েছে। নতুবা কয়েক মিনিটের কাজের জন্য বেশ কয়েকদিন কেউ অফিসে তদবির করতে হয়েছে, স্বাভাবিক নিয়মে উপরের চিত্রটি কুমিল্লা বোর্ডের হাজারো অনিয়মের একটিমাত্র।

আমি ভুক্তভোগী সকল ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে বোর্ড কর্মকর্তা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সজাগ দৃষ্টি কামনা করছি এবং কুমিল্লা বোর্ডকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য অনুরোধ করছি।

কাঁকন বড়ুয়া
রাউজান সংবাদদাতা
'ডেইলি পিপলস ভিউ'
চট্টগ্রাম।